২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক ওয়েবনিয়ার

আয়োজন-বাটা, বিএনটিটিপি, নাটাব এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, ৮ জুলাই ২০২১

বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারীর হার ৩৫.৩ শতাংশ (৩ কোটি ৭৮ লক্ষ)। বছরে তামাকের কারণে ১ লক্ষ ৬১ হাজারের অধিক মানুষ মারা যায়। পরোক্ষ ধূমপানের কারণে কর্মক্ষেত্রে ৮.১ মিলিয়ন, বাড়ীতে ৪০.৮ মিলিয়ন এবং পাবলিক পরিবহনে ২৫.০ মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তামাকের এই ব্যাপক ভয়াবহতা কমিয়ে আনতে সারাবিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও গ্রহণ করা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন করা হচ্ছে নানা কর্মসূচি।

তামাকমুক্ত বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে বাংলাদেশকে আরো দুটি আর্ন্তজাতিক লক্ষমাত্রা অর্জন করতে হবে। ২০২৫ এর মধ্যে অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ লক্ষমাত্রা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি)। এ দুটি ক্ষেত্রেই তামাক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। এ প্রত্যয় বাস্তবায়ন ও আর্ন্তজাতিক লক্ষমাত্রা অর্জনে সরকার সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তামাক নিয়ন্ত্রণকে অর্ন্তভুক্ত করেছেন এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল রাজস্ব বাজেটের আওতায় গ্রহণ করছে বিভিন্ন পদক্ষেপ।

এছাড়াও আইন ও নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, দক্ষতাবৃদ্ধি, সমন্বয়, গবেষণা ও মনিটরিং, আইন শক্তিশালীকরণ, রোডম্যাপ প্রণয়ণ এবং কর বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি কয়েকটি মৌলিক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যা অত্যন্ত প্রশংসার দাবীদার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনটিসিপি) প্রণয়ন। স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যায়ের খাতসমূহের বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে। সরকারের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরন এবং তামাক নিয়ন্ত্রণে স্থায়ীত্বশীলতার জন্য উল্লেখিত বিষয়সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি চূড়ান্ত হলে সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়া সহজ হয়ে যাবে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১% হারে সারচার্জ আরোপ এবং ২০১৭ সালে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করা হলেও জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চূড়ান্ত না হওয়ায় এ খাতের অর্থ যথাযথভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে প্রতিবছর জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের কার্যক্রমসহ সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রন কর্মসূচি প্রত্যাশা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। যা তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসাবে দেখা দিচ্ছে। এমতাবস্থায়, তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিটি দ্রুত চূড়ান্ত করা অত্যন্ত জরুরী।

বিগত দিনে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন, আইন বাস্তবায়ন এবং নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারী সংস্থাগুলো স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে। দীর্ঘদিন ধরে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যরত বেসরকারী সংস্থাগুলো বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে একটি জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়নের সুপারিশ জানিয়ে আসছিলো। সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এ বিষয়টি অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে তামাক নিয়ন্ত্রণের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের মতামত, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ, আলোচনা ও তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে, যা খুবই প্রশংসনীয়। সফলতার এ ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য দ্রুত জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণ, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি প্রণয়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন, নীতিতে প্রভাব নিয়ন্ত্রণে গাইড লাইন প্রণয়ন এবং তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী। পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করে প্রণীত আইন ও নীতিসমূহ বাস্তবায়নেও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

কোভিড-১৯ বা করোনা মহামারীর কারণে স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক এ কর্মসূচি অনেকটা এগোনোর পরেও এখনো চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। যা জনগণের করোনা ঝুঁকি বৃদ্ধিসহ সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণকে ব্যহত করছে। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা গেছে, কোভিড ১৯ মহামারীর তীব্রতা ও মৃত্যুর সাথে ধূমপান ও তামাক ব্যবহারের সম্পর্ক রয়েছে। তামাক ব্যবহার ধূমপায়ীদের কোভিড-১৯ এ আক্রান্তের মৃত্যু ঝুঁকি ১৪গুণ বাড়িয়ে দেয়। ভ্যাকসিন গ্রহণ, মাস্ক ব্যবহার ও বারবার হাত ধোঁয়ার মতো বিষয়ের পাশাপাশি এক্ষেত্রে কোভিড ঝুঁকি প্রতিরোধে তামাক নিয়ন্ত্রণেও পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। এ ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এনটিসিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) স্বাক্ষরকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এমন একটি রাষ্ট্র যার, সরকার প্রধানের তামাক নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট কমিটমেন্ট রয়েছে। এটি বিশ্বে অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের এই অর্জনের পেছনে সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন রয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে দ্রুত এনটিসিপি চূড়ান্তকরণ এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে একটি হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশন গঠন করা জরুরী। বিশ্বের ২৩টি দেশ ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য উন্নয়নে এধরনের ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে তামাক নিয়ন্ত্রণসহ নিজেদের দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। আজকের এই সভার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বস্তরের জনগনের কল্যানে এনটিসিপি ও সহায়ক নীতিসমূহ চুড়ান্তকরণ এবং প্রণীত অন্যান্য পলিসি বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট | bnttp BANGLADESH NETWORK FOR TOBACCO TAX POLICY | NATAB | Work for a Better Bangladesh Trust